দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

036

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

ছাত্ররাই দেশের আশা-ভরসা ও আগামী দিনের নাগরিক। ছাত্রদের ভবিষ্যতকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের অগ্রগতি। ছাত্র জীবন মানব জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। ছাত্র জীবনে যে শিক্ষালাভ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে তা ভবিষ্যত জীবনের পাথেয়। সৎ শিক্ষা ও সৎ অভ্যাস গড়ে ওঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের। এ সম্পর্ক কৃত্রিম হলে সুশিক্ষার পথ পঙ্কিলতায় ডুবে যাবে। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক আর আগের মত নেই। এ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা বেচা-কেনার পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। বেচা-কেনার মধ্যে যতটুকু সম্পর্ক দরকার, এর বেশী কেউ চিন্তা করে না।

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের একটা সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যালয় সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর ও বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় সাধর্ম্য নেই। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক জীবনধারার সমস্যা মোকাবেলার পথ দেখায় না মোটেও। শিক্ষক সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞালীন ব্যক্তিত্ব। তাই সমাজ জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব শিক্ষাঙ্গনের কার্যক্রমকে সুসমন্বিত করতে হবে। সৎ নাগরিক তৈরী করাই শিক্ষকের সুমহান ব্রত। শিক্ষা যাতে জাতীয় আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে না উঠে তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কিন্তু আধুনিক জগতের নানাবিধ জটিল সমস্যার মধ্যে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা আয়াসসাধ্য ও সাধনা সাপেক্ষ। সমস্যা সংকুল জীবন নদীর কিনারায় দাঁড়িয়েও শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনিই জাতির মেরুদণ্ড, জাতির যথার্থ নির্মাতা ও রূপকার। শিক্ষককে সম্যকভাবে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে এবং সভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতি গঠনের কাজে তাকে নিঃশেষে নিবেদিত হতে হবে। শিক্ষক বিত্তবান না হোন, বিত্তবান তাকে হতেই হবে। ভালকে ভাল করার অভিলাষ বাদ দিয়ে খারাপকে ভাল করার অধীর আগ্রহ থাকলে তিনি নানা প্রতিকূলের মাঝেও জয়ী হতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে সর্বস্তরের ছাত্র-কল্যাণের দিকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নানা রকম সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহশীল করতে পারলে ফল অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নানা সমস্যায় জর্জরিত। তা ছাড়াও রয়েছে সেখানে অরাজকতা, নৈরাজ্য, আর হতাশা। এর মাঝেও তেজগাঁও কলেজ একটি আদর্শ কলেজ হিসেবে চিহ্নিত। সত্যি, ভাবতে অবাক লাগে, বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও কলেজটি তার ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে। অনেক অভিভাবকের আকর্ষণ তাই তেজগাঁও কলেজ। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বজায় রেখেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ কলেজটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। কলেজটিতে দিবা ও নৈশ বিভাগ মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

—অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম রানী

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বর্তমান শিক্ষানীতি সত্যই প্রশংসার দাবীদার। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষিত যে কোন ব্যক্তি দায়িত্বশীল শিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হতে সক্ষম হবে। তবে দাখিল, আলীম ও ফাজিল শ্রেণীতে ইসলামী দর্শন মানতিকের বিভিন্ন কিতাবের স্থান নিরূপণে আমার কিছু পরামর্শ—আলীম শ্রেণীতে একটি আবশ্যিক বিষয়ে বালাগাতের কিতাব দুরুসুল বালাগাতের সাথে মানতিকের কিতাব মেরকাতকে সংযোজন করা হয়েছে। অপরপক্ষে একই শ্রেণীতে অতিরিক্ত বিষয়ে মানতিকের উচ্চতর কিতাব শরহে তাহ্জীবকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হয়েছে। অথা শহরে তাহ্জীব পড়ার পূর্বেই মেরকাত পড়ে নেয়া আবশ্যক—যে কো আদর্শ ও সার্থক শিক্ষকের মতে। ফলে, অতিরিক্ত বিষয়ে ইসলামী দর্শন পাঠে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমার মতে দাখিল, আলীম ও ফাজিলের প্রত্যেক শ্রেণীতেই মানতিককে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সিলেবাসভুক্ত করে দাখিল, আলীম ও ফাজিল শ্রেণীত্রয়ের জন্য যথাক্রমে মেরকাত শরহে তাহ্জীব ও সল্লুম কিতাবত্রয়কে অতিরিক্ত বিষয়ে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে আরবী শিক্ষার্থীদের জন্য বালাগাত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই আলীমের বালাগাতের কিতাব দুরুসুল বালাগাতকে ৫০ থেকে ১০০ নম্বর মানে উন্নীত করে পুরো কিতাবটাকেই সিলেবাসভুক্ত করা হোক। আর ফাজিলে বালাগাতের কিতাব মুখ্তাছারুল মায়ানীকে ঐচ্ছিক না করে আবশ্যিক হিসেবে সিলেবাসভুক্ত করা হোক।

এতদসংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থাপিত পরামর্শগুলো বিবেচনা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

—মুহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ
জাফরাবাদ সিনিয়ার মাদ্রাসা
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

ড্রাফ্টের টাকা গেল কোথায়?

আমার আলিম ফাজিলের সাময়িক সনদের জন্য পঁয়ষট্টি টাকার দু'টি ড্রাফ্টসহ একখানা দরখাস্ত রাউজান উপজেলা ডাকঘর হতে ৩-৪-৮৬ই রেজিস্ট্রি করে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে প্রেরণ করি। (রেজিঃ পত্র নং 1135 এবং সোনালী ব্যাংক রাউজান শাখার চেক্ নং A/5 No-748431 ও 748432)।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত সনদ না আসার কারণে আমি অত্র রেজিস্ট্রি চিঠি তদন্তের জন্য মাননীয় ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল চট্টগ্রাম বিভাগে আবেদন করি। আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় ডেপুটি পোস্ট মাস্টার অভিযোগ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে বিষয়টি তদন্তকরণ হচ্ছে এবং ফলাফল যথাসময়ে জানানো হবে বলে আমাকে চিঠি প্রদান করা হয় বিগত ৫ জুন '৮৬ইং। কিন্তু অদ্যাবধি না আমার সার্টিফিকেট পেলাম, না আমাকে রেজিঃ চিঠির তদন্তের ফলাফল জানানো হল। আর আবেদন করেও আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না, আমার চিঠি প্রাপকের হস্তগত হয়েছে কিনা এবং প্রাপকের হাতে পৌঁছে থাকলে আমার সাময়িক সনদ আসতে আর কত দেরী হবে। সে বিষয়ে হতাশায় ভুগছি। এমতাবস্থায় আমার বিপুল ক্ষতির জন্য দায়ী কে?

আর এ সনদের জন্য আমাকে আর কত মাস অপেক্ষা করতে হবে? এবং আমার ড্রাফটই বা গেল কোথায়?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দয়া করে জানাবেন কি?

—মুহাম্মদ শামসুল আলম
হিংগলা, রাউজান।